যখন কোন খুশীর খবর আসতো বা তাঁকে কোন সুসংবাদ দেওয়া হতো, তখনই তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে শোকর-সূচক সিজদা আদায় করতেন।

আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা
করেন যে, “রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন কোন খুশীর খবর
আসতো অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ দেওয়া হতো, তখনই তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে শোকর-সূচক সিজদা আদায় করতেন।”
[সহীহ] [এটি ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন। - এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। - এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন। -
এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]

উপরোক্ত হাদীস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর নিকট যখন কোন খুশীর খবর আসতো অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ দেওয়া হতো, তখনই তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে শোকর-সূচক সিজদা আদায় করতেন। নতুন নি‘আমত লাভে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সিজদা দেওয়া শরী‘আতসম্মত। তবে যেসব নি‘আমত সর্বদা বহমান যেমন ইসলাম লাভের নি‘আমত, সুস্থতা, পরবিমুখতা ও ধনাট্যতা ইত্যাদি নি‘আমতের বিনিময়ে শুকরিয়ার সিজদা দেওয়া শরী‘আতসম্মত নয়। কেননা আল্লাহর নি‘আমত বান্দার উপর সর্বদা বর্ষিত, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। সুতরাং এসব নি‘আমতের জন্য যদি সিজদাতুশ শুকর আদায় করা শরী‘আতসম্মত করা হতো তবে মানুষ সারাজীবনই সিজদা আদায়ে নিমজ্জিত থাকতে হতো। এসব নি‘আমত ও এ ধরনের ন্যান্য নি‘আমতের শুকরিয়া ইবাদত ও আল্লাহ আনুগত্যের মাধ্যমে আদায় হয়।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/11244